গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি মাধ্যমিক-৩
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.shed.gov.bd

নথি নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৯.০০৪.২০২০ (অংশ-১).৭৯

তারিখ: ২৩.০২.২০২১ খ্রি.

বিষয় : বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও. নীতিমালা-২০১৮ এর ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শিক্ষক-কর্মচারীদের এম.পি.ও. পুনর্বিবেচনা সংক্রান্তে গঠিত কমিটির ১০.১১.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন প্রসংগে।

উপযুর্ক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও. নীতিমালা-২০১৮ এর ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের এম.পি.ও. পুনর্বিবেচনা সংক্রান্তে গঠিত কমিটির ১০.১১.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে :

ক্র: নং	বিষয়ভিত্তিক আলোচনা	সুপারিশ
০১.	বিষয়টি গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার ভিকারটেক নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ০২(দুই) জন সহকারী শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন এবং জনাব আব্দুল বারিক মিয়া এর স্থগিতকৃত বেতন ভাতাদি Stop Payment ছাড়করণ সংক্রান্ত। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর জানিয়েছে যে, গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলাধীন ভিকারটেক নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ০২(দুই) জন সহকারী শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন এবং জনাব আব্দুল বারিক মিয়া বর্ণিত বিদ্যালয়ে ৩১.১২.২০০৩ ও ১৩.১২.২০০৩ তারিখে যোগদান করে সেপ্টেম্বর/২০০৯ মাসে এম.পি.ও ভুক্ত হন। পরবর্তীতে তাঁরা জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে না এসে সরাসরি আসায় একই বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব ইমদাদুল হক এর অভিযোগের প্রেক্ষিতে বর্ণিত শিক্ষকদের এম.পি.ও স্থগিত করা হয়। জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন এবং আব্দুল বারিক মিয়া এর স্থগিত এম.পি.ও ছাড়করণের আবেদনের প্রেক্ষিতে জেলা শিক্ষা অফিসার, গাজীপুর কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তার মতামত ও সুপারিশ নিম্নরুপ: গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলাধীন ভিকারটেক নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ০২ জন সহকারি শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন এবং জনাব আব্দুল বারিক মিয়া এর নিয়োগের প্রক্রিয়া যথাযথ ছিল এবং প্যাটার্ণভুক্ত। উক্ত শিক্ষকদ্বয় অদ্যাবধি নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যালয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় যে, এম.পি.ও. নীতিমালা এবং জনবল কাঠামো ২০১৮ এর ১৮.৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার ভিকারটেক নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ০২(দুই) জন সহকারী শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন (ইনডেক্স নং-১০৩৯৪৩৯) এবং জনাব আব্দুল বারিক মিয়া (ইনডেক্স নং-১০৩৯৪৪০)-এর বকেয়া ব্যতীত স্থগিতকৃত বেতন ভাতা ছাড়করণের বিষয়ে কমিটির সদস্যগণ একমত পোষণ করেন।	এম.পি.ও. নীতিমালা এবং জনবল কাঠামো ২০১৮ এর ১৮.৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার ভিকারটেক নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ০২(দুই) জন সহকারী শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন (ইনডেক্স নং-১০৩৯৪৩৯) এবং জনাব আব্দুল বারিক মিয়া (ইনডেক্স নং-১০৩৯৪৪০) বর্তমান প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকায় তাঁদের বকেয়া ব্যতীত স্থগিতকৃত বেতন ভাতা ছাড়করণে সুপারিশ করা হলো।

০২.	বিষয়টি মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং ৫০২১/২০১৯ এর আদেশের প্রেক্ষিতে প্রধান শিক্ষক পদে মো: কামাল উদ্দিন কে এম.পি.ও ভুক্তকরণ প্রসংগে। চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী উপজেলার পশ্চিম গোমদন্ডী ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ে জনাব মো: কামাল উদ্দিন গত ০১/০৬/২০১৫খ্রি. তারিখ প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করেন। ইত:পূর্বে তিনি চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলাধীন বটতলী শাহ মোহছেন আউলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ৩০/১২/২০০১ হতে ৩১/০৫/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত প্রধান শিক্ষক পদে ১৩ বছর ৫ মাস কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে প্রধান শিক্ষক পদে জনাব কামাল উদ্দিনের নিয়োগের বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপিত হয় উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্ত হতে তদন্ত করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তার মতামত: জনাব কামাল উদ্দিন লিখিত পরীক্ষায় প্রকৃতপক্ষে ১২ নম্বর পেয়েছিলেন কিন্তু ওভার রাইটিং করে উক্ত নম্বরকে ১৭ তে উন্নীত করা হয়। লিখিত পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করেছিলেন জনাব নেছার উদ্দিন। তিনি লিখিত পরীক্ষায় পেয়েছিলেন ২০ এবং মৌখিক পরীক্ষায় পেয়েছিলেন ৪। অপরদিকে জনাব কামাল উদ্দিন লিখিত পরীক্ষায় পেয়েছিলেন ১২ যা ওভার রাইটিং করে ১৭ তে উন্নীত করা হয় এবং মৌখিক পরীক্ষায় পান ৮। এছাড়া একাডেমিক সনদে কোন নম্বর ধরা হয়নি। একাডেমিক নম্বর বিবেচনা করলে জনাব কামাল উদ্দিন আরও কম নম্বর পেতেন। ওভার রাইটিং করে নম্বর বৃদ্ধি করে জনাব কামাল উদ্দিনকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টি তদন্তে প্রমানিত। এ প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৩.১১.২০১৫ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৭.০০১.২০১৫.৪৭০ নং স্মারকে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত জনাব মো: কামাল উদ্দিনের নিয়োগ বাতিল করার জন্য ম্যানেজিং কমিটিকে পত্র দেয়া হয়। অপরদিকে জনাব কামাল উদ্দিন সরকারী বেতন ভাতাদি পাওয়ার নিমিত্তে মহামান্য হাইকোর্টে রীট পিটিশন নং ৫০২১/২০১৯ দায়ের করেন। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রীট পিটিশন নং ৫০২১/২০১৯ মামলায় ২৫.০৭.২০১৯ তারিখে নিম্নরূপ আদেশ প্রদান করেন: "Under the prevailing circumstances it is our considered view that justice would be best served if the rule is disposed of with a direction upon the respondents to consider the prayer of the petitioners for enlistment of their names in the Monthly payment order (MPO) in accordance with law. Accordingly the rule is disposed of the respondents concerned are directed to consider the petitioners prayer/claim for enlistment of their names in the monthly payment order (MPO) and release the same	মহামান্য হাইকোর্টের রিট পিটিশন নং-৫০২১/২০১৯ এর আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের আপিল বিভাগে আপিল দায়ের করার জন্য সুপারিশ করা হলো।

	expeditiously from the date of receipt of the copy of the judgment and order of this court if they are not found otherwise disqualified in accordance with law". উল্লেখ্য, জনাব কামাল উদ্দিন কে অবৈধভাবে বেশী নম্বর দিয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত করা হয় যা কোনভাবেই কাম্য নয়। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং মহামান্য হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের আপিল বিভাগে আপিল দায়ের করার জন্য কমিটির সদস্যগণ একমত পোষণ করেন।	
০৩.	বিষয়টি সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার কোনাবাড়ী শহীদুল বুলবুল ডিগ্রী কলেজের কম্পিউটার প্রদর্শক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত এবং পরবর্তীতে সহকারী লাইব্রেরিয়ান হিসেবে এমপিওভুক্ত জনাব এস এম জাকির হোসেনের পদবী সংশোধন সংক্রান্ত। বিবেচ্যপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় জনাব এস এম জাকির হোসেনকে, (ইনডেক্স নং-৬৪৯৬৫৫) প্রদর্শক (কম্পিউটার) হিসেবে ২৭.০২.২০০০ তারিখে নিয়োগ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, জনবল কাঠামো ১৯৯৫ অনুযায়ী ঐ সময়ে ডিগ্রী কলেজে 'প্রদর্শক (কম্পিউটার)' এর কোন পদ ছিল না। জনাব এস এম জাকির হোসেনকে পরবর্তীতে 'সহকারী গ্রন্থাগারিক' পদে মে/ ২০০১ মাসে এমপিওভুক্ত করা হয়। কিন্তু জনাব এস এম জাকির হোসেন এর সহকারী গ্রন্থাগারিকের শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্থাৎ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা ছিল না। ঐ সময়ে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল আইসিটিতে ডিপ্লোমা। কিন্তু তাঁকে এমপিও ভুক্ত করা হয় 'সহকারী গ্রন্থগারিক' পদে। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, গভর্ণিং কর্তৃক তাঁর নিয়োগ এবং মাউশি কর্তৃক তাঁর এমপিওভুক্তি কোনক্ষেত্রেই যথাযথ ছিল না। এমপিওভুক্তির প্রায় সাড়ে ১৩ বছর পরে জনাব এসএম জাকির হোসেনের পদবী 'সহকারী গ্রন্থাগারিক' হতে 'প্রদর্শক (কম্পিউটার)' পদে সংশোধন করার জন্য এবং 'সহকারী লাইব্রেরিয়ান' জনাব মো. ইলিয়াস হোসেনকে এমপিওভুক্ত করার জন্য আবেদন করেন। অন্যদিকে জনাব মো: ইলিয়াস হোসেন ২৩.০৪.২০১১ তারিখে 'সহকারী লাইব্রেরিয়ান' পদে যোগদান করে ০৭.০৫.২০১১, ০৭.০৫.২০১২ এবং ০৯.১২.২০১৩ এমপিওভুক্তির জন্য আবেদন করেন। কিন্তু 'সহকারী লাইব্রেরিয়ান' পদে আগে থেকেই এস এম জাকির হোসেনের এমপিও সিটে নাম থাকায় মাউশি কর্তৃক জনাব মো: ইলিয়াস হোসেনকে এমপিও ভুক্ত করা হয়নি। পদ সংশোধনের জন্য অধ্যক্ষের আবেদন মোতাবেক ব্যবস্থা না নেওয়ায় জনাব জাকির হোসেন মহামান্য হাইকোর্টে ৩৩৫২/২০১৬ রিট পিটিশন দায়ের করেন। মহামান্য হাইকোর্ট ০৮.০৫.২০১৮ তারিখে নিম্নরূপ রায় প্রদান করেন: "Accordingly the Director general, Directorate of Secondary and Higher Education, Shikkha Bhaban, Ramna, Dhaka (respondent no.2) is directed to dispose of the representation sent on behalf of the petitioner by the concerned college, being representation dated 26.10.2013 (Annexure-f to the writ petition) within a period of 30(thirty) days from receipt of the copy of this order. If necessary, upon hearing the concerned paties."	১.'প্রদর্শক কম্পিউটার'পদটি নিয়োগকালীন সময়ে ডিগ্রি কলেজে জনবলকাঠামো ১৯৯৫ অনুযায়ী তখন না থাকায় কোনাবাড়ী শহীদুল বুলবুল ডিগ্রি কলেজে এস এম জাকির হোসেনকে 'সহকারী লাইব্রেরিয়ান' পদ হতে ১৯ বছর পরে এসে পদ সংশোধনের সুযোগ নেই। ২. জনাব এস এম জাকির হোসেন 'গ্রন্থাগার ডিপ্লোমায়' কোন ডিগ্রি না থাকা স্বত্বেও তাঁকে জনবল কাঠামো/১৯৯৫ এর বিধি বর্হিভূতভাবে 'সহকারী গ্রন্থাগারিক' পদে মে/ ২০০১ মাসে এমপিওভুক্ত করার ক্ষেত্রে মাউশি এবং কলেজের দায়ী ব্যাক্তিদের চিহ্নিত করে শাস্তিমূলক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করা হলো।

	উক্ত রায়ের প্রেক্ষিতে মাউশি অধিদপ্তর ১৬.০৪.২০১৯ তারিখের ৩৭.০২.০০০০.১০৫.৩১.০৬৪.২০১৮/১৩৯৬/৩ নং স্মারকে কোনাবাড়ী শহীদুল বুলবুল ডিগ্রি কলেজে ০৩ জন প্রদর্শক এমপিওভুক্ত থাকায় বিদ্যমান জনবল কাঠামো অনুসারে জনাব এস এম জাকির হোসেনকে "সহকারী লাইব্রেরীয়ানের পরিবর্তে "প্রদর্শক" হিসেবে সংশোধন করার সুযোগ নেই মর্মে জনাব এস এম জাকির হোসেনকে লিখিতভাবে জানিয়ে দেন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং নিয়োগকালীন সময়ের অর্থাৎ ১৯৯৫ সনের জনবল কাঠামোতে "প্রদর্শক (কম্পিউটার) পদ না থাকায় এবং ঐ সময়ের নিয়োগ এবং সহকারী লাইব্রেরিয়ান পদে এমপিওভুক্তি যথাযথ না হওয়ায় পদ সংশোধন করার সুযোগ নেই মর্মে কমিটির সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।	

০২. এমতাবস্থায়, বর্ণিত ০৩(তিন) টি বিষয়ে গৃহীত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

২৬/২/২০২১

(মো: কামরুল হাসান)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪০৫১৭
ই-মেইল ds.mpo@moedu.gov.bd

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে :

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৫. সিনিয়র সিস্টেমস এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৬. অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক, ----------।
৭. জনাব ----------।